| R.N N0. 2532/57 | Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০২ বর্ষ
১ম সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৪২২
২০শে মে ২০১৫
নগদ মূল : ২ টাকা
বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

নামেই বামফ্রন্ট–সিপিএম একাই ছড়ি ঘোরাচ্ছে যত্রতত্র

নিজস্ব সংবাদদাতা : বামফ্রন্টের শরিক দল আর.এস.পি ; ফঃ ব্লক ; সিপিআই। অথচ এদের ওপর সিপিএমের দাদাগিরি বাড়ছেই। এবারে পুর নির্বাচনে তা স্পষ্ট বোঝা গেল। দাদাগিরির নমুনা––জঙ্গিপুর পারে ১০ নং ওয়ার্ডে আর.এস.পির মইদুল ইসলাম জয়ী হন। ঐ সিটটি আর.এস.পির বরাবরের। গত নির্বাচনে আর.এস.পির অজেদা বেগম ঐ সিটে জয়ী হন। মাঝে কংগ্রেসের ইন্তেকাব আলম ঐ সিটে জয়ী হয়েছিলেন। এখন তিনি সিপিএমে। খবর, ১০ নম্বরে সিপিএমের প্রার্থী হতে চেয়েছিলেন ইন্তেকাব। কিন্তু বামফ্রন্টের গাইড লাইন মতো ওয়ার্ডটি আর.এস.পির। সেখানে সিপিএমের ইন্তেকাব নির্দল হয়ে কিভাবে দাঁড়ালেন ? অথচ নিয়ম বিরুদ্ধ কাজের জন্য তাকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়নি। তাহলে তাকে সিপিএমের গোঁজ প্রার্থী ধরা যেতেই পারে। এখানে ইন্তেকাব আলম পেয়েছেন ৩২৭ ভোট।অন্যদিকে আর.এস.পির মইদুল ইসলাম জিতলেন মাত্র ৪৪ ভোটে। ২১টি ওয়ার্ডের মধ্যে জয়ী প্রার্থীদের মধ্যে সব থেকে কম ভোটে জিতেছেন তিনি। আলোচনায় উঠে আসছে ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কথা––সেখানে ফঃ ব্লক প্রার্থী বিনয় সরকার। গত নির্বাচনে ঐ ওয়ার্ডে ফঃ ব্লকের জুঁই সরকার ৫৭০ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন। টি.এম.সির মনীষা রুদ্র জিতেছিলেন মাত্র ৯১ ভোটে। শিক্ষা ক্রীড়া ও সংস্কৃতির সাথে যুক্ত বিনয়বাবু সেখানে এবার ভোট পেলেন মাত্র ১১৮টি। গত নির্বাচনের বামফ্রন্টের পকেট ভোট ৫৭০ থেকে

(শেষ পাতায়)

দল বিরোধী কাজের সাজা দল থেকে ছাঁটাই–মান্নান

নিজস্ব সংবাদদাতা : তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের মহকুমা সভাপতি সামসের সেখ বা ইলিয়াস চৌধুরীর ছায়াসঙ্গী উজ্বল সেখ, এরা কর্মী না, নেতা। এদের নির্দেশে জঙ্গিপুর পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডে ভোটের প্রচার চলে। অথচ এরাই ভোটের আগের দিন রাতে আর.এস.পি এবং কংগ্রেসের কাছে প্রলোভিত হয়ে দলের প্রার্থীর বিরোধীতা করেন। এদের গদ্দারিতে যোগ দেন আজিজ, ফরিদ, পিন্টু, মেকাইল, লিলু প্রমুখ। এলাকার তৃণমূলপ্রেমী মানুষ এদের বিশ্বাসঘাতকতায় স্তম্ভিত। এ খবর জানান ১০ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থী রফিজুদ্দিন সেখ (হাবু)। তিনি আরো জানান––১৬ মে বহরমপুরে তৃণমূলের এক সভায় বিভিন্ন পুরসভার প্রার্থীসহ নেতারা উপস্থিত দিলেন। সেখানে জেলা সভাপতি মান্নান হোসেনের কাছে কোন কোন প্রার্থী মুখ খোলেন। অন্য দলের কাছ থেকে টাকা খেয়ে দলের প্রার্থীর বিরোধীতা করেন অনেক নেতা বলে জানান। তার উত্তরে নাকি মান্নান জানান––দল বিরোধী কাজ প্রমাণ হলে তাকে কোন ভাবেই রাখা হবে না। দলের আগামী দিনের কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

জঙ্গিপুর সংবাদপত্রের ১০২ বর্ষ

জঙ্গিপুর মহকুমার জনপ্রিয় সাপ্তাহিক জঙ্গিপুর সংবাদ ১০২ বর্ষে পদার্পণ করিল। ১৯১৪ সালে পত্রিকাটি আত্মপ্রকাশ করে। স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত যিনি দাদাঠাকুর নামে বিদগ্ধ সমাজে পরিচিত ছিলেন, তিনি এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সম্পাদক। তিনি এই মহকুমার মানুষের কথা, বিভিন্ন ঘটনাবলী, সামাজিক বিষয়াদি মহকুমার বাহিরের মানুষের কাছে পৌছাইয়া দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সামান্য সঙ্গতি লইয়া পত্রিকা প্রকাশের কার্যে দাদাঠাকুর আত্মনিয়োগ করেন। প্রথম দিকে তাঁহাকেই কম্পোজিটর, মুদ্রক, সম্পাদক, প্রকাশক এমন কি হকারের ভূমিকা পালন করিতে হইত। তাঁহার অশ্রান্ত লেখনী যাহাতে এই পত্রিকা তাঁহার শৈশবস্থা কাটাইয়া চলচ্ছক্তি লাভ করিতে পারে, তাহার জন্য পরিচালিত হইত।

সুদৃঢ় মনোবল, অটুট কর্মশক্তি ও নির্ভীক হৃদয় লইয়া দাদাঠাকুর মহকুমার প্রথম এই সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রচলন করেন। যে কোন স্তরের –– সরকারী বা বেসরকারী অন্যায় অবিচার তিনি মানিয়া লইতে পারিতেন না, এই পত্রিকার মাধ্যমে তাহার প্রতিবাদে তিনি মুখর হইতেন। আর তাঁহার ক্ষুরধার ও যুক্তনিষ্ঠ লেখার জন্য বহু অন্যায়ের প্রতিকারও হইত। ইহার জন্য

(শেষ পাতায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইকত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৫ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৪২২

না-রবীন্দ্রনাথ

শীলভদ্র সান্যাল

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বাঙালির আদিখ্যেতার অন্ত নেই। পঁচিশে বৈশাখে তাঁর জন্মোৎসব পালনের ঘটা দেখে সেটা আরও ভালভাবে টের পাওয়া যায়। অবশ্য এটা ঘটনা যে, রবীন্দ্রনাথকে ভাঙিয়ে অনেকে ক'রে কম্মে খাচ্ছেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতের অ্যালবাম বার না করলে আজকাল কোনও গায়ক-শিল্পী জাতে ওঠেন না। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, মান্না দে'র মত হাতে গোণা কয়েক জনকে ছেড়ে দিলে অনেক শিল্পীই (বিশেষত রবীন্দ্রসঙ্গীত যাঁদের এলাকা নয়) এই ভাইরাসের শিকার। আশা ভোঁসলের মত শিল্পীরও এই দুর্মতি কেন হল, বোঝা দায়। হয়, অতিরিক্ত খ্যাতির মোহ, নয়তো বিপণন-দুনিয়ার চাপে প'ড়ে ওঁদের এহেন দুরবস্থা (মঃ রফির কণ্ঠে নজরুল গীতির দুর্দশার কথা স্মরণীয়)। সবচেয়ে যেটা অবাক লাগে, খোদার উপর খোদকারি করার প্রবণতা। অর্থাৎ কিনা, রবীন্দ্রসঙ্গীতে যথেচ্ছ রকম মিউজিক্যাল-ইন্‌স্ট্রুমেন্ট ব্যবহার, স্বরলিপিতে অযথা ওস্তাদি দেখানো, এমন কি তাঁর গানে 'উ-লা-লা, উ-লা-লা' ধুয়ো ঢুকিয়ে নতুন কিছু করার এক হাস্যকর প্রচেষ্টা। কয়েকদশক আগে, দেবব্রত বিশ্বাসকে নিয়ে কতকটা এই জাতীয় বিতর্ক বেশ বাজার গরম করেছিল। বিশ্বভারতীর সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য বহুদূর গড়িয়েছিল। যার ফলশ্রুতিতে তাঁকে লিখতে হল 'ব্রাত্যজনের রুদ্ধসঙ্গীত'। ইদানিংকালে, রবীন্দ্র-ভক্তির ঢেউ একেবারে রাস্তাঘাটে উদ্বেল হ'য়ে উঠেছে। মেট্রোস্টেশন চত্বর, ফুটপাথ, ট্রাফিক সিগন্যালের সংযোগস্থল, যত্রতত্র রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনা যাচ্ছে। এ-গুলো কপট-ভক্তির ন্যাকামি ছাড়া আর কী ? অন্তরের পরম সম্পদকে এভাবে জনতার হাটে বিকোতে দেখলে, সবচেয়ে বেশি অখুশি হতেন রবীন্দ্রনাথ নিজেই।

আজকাল বাংলার ঘরে-ঘরে অনেক কুমারী কন্যা, বাপ-মায়ের উৎসাহে কিছুদিন হারমোনিয়ম প্যাঁ-পোঁ ক'রে দু'চার লাইন রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি শিখে রাখে। বিয়ের বাজারে এটা একটা প্লাস পয়েন্ট। হার্ডলটা উতরে গেলে, যথারীতি হারমোনিয়ম তুলে রাখা হয়।

দ্বিতীয় অপ্রিয় সত্যটা হল এই যে, নিছক সিলেবাস বন্দী ও চাবুক শাসিত চার দেওয়ালের বিদ্যালয়-জীবন বালক-রবীন্দ্রনাথ কোনও দিনই মেনে নিতে পারেননি। জিনিয়াসদের লক্ষণ মাঝে মাঝে এই রকম হয় বটে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ছেলের মতিগতি সুবিধের নয় দেখে, তাঁকে ইস্কুল থেকে ছাড়িয়ে এনে স্কুলটাকেই বাড়িতে নিয়ে এলেন। অর্থাৎ ছোট্ট রবির (এবং আরও কয়েক জনের জন্য) রুটিন বাঁধা বিস্তর প্রাইভেট-টিউটর ঠিক করা হল। এইভাবে কাটল ছেলেবেলা। এরই মধ্যে, কোনও এক বৃষ্টিমুখর নির্জন দুপুরে জ্যোতিদাদা ছোট্ট রবির মগজে কবিতার ভূতটা ঢুকিয়ে দিয়ে শ্লেট পেনসিলে লিখলেন, 'জল পড়ে, পাতা নড়ে'। (দ্রষ্টব্য : জীবনস্মৃতি)। যাইহোক, ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত পিতৃদেব জীবনে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য, কবিকে ব্যারিষ্টারি পড়ার উদ্দেশ্যে বিলেত পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু সেখনেও বিশেষ সুবিধে করতে না পেরে হত মান কবিকে ফের ফিরে আসতে হল। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে থাকাকালীন সেখানকার এলিট সোসাইটিতে বেশ খানিকটা ফোকাস্ পেয়ে গেলেন কবি। প্রিন্স দ্বারকানাথের নাতি হিসেবেও বটে, উঠতি কবি-প্রতিভা হিসেবেও বটে।

গীতাঞ্জলি যখন ছাপা হল, তখন কবির বয়স পঞ্চাশের কিছু বেশি। ১৯১২ সালের ১ নভেম্বর লণ্ডন থেকে কবি–কৃত এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। রোদেনষ্টাইনের আঁকা কবির একটি স্কেচ সহ গ্রন্থটির ভূমিকা লিখে দিলেন ইংরেজ কবি ডব্লু বি ইয়েট্স্। ইংরেজি গীতাঞ্জলির সুবাদে কবির নোবেল-প্রাপ্তি ১৯১৩ সালে।

সন্দেহ নেই, এর ফলে রবিবাবু বাঙালির কাছে রাতারাতি 'বিশ্বকবি' রবীন্দ্রনাথ এ উন্নীত হ'য়ে গেলেন এবং বিশ্বনিন্দুক বাঙালিরও (যাদের নিন্দাবাদ থেকে স্বয়ং কবিও রেহাই পাননি) সেই থেকে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নাচানাচির শুরু এবং আজও যার বিরতি নেই। এর সঙ্গে বাড়তি মাত্রা যোগ করলেন স্বয়ং মহাত্মা গান্ধি। তাঁর কাছে-'গুরুদেব' আখ্যায় ভূষিত হওয়ার পর ("সত্য কথা বলিতে কি, রবীন্দ্রনাথকে 'গুরুদেব' বলিয়া উল্লেখ করার মত কপট ন্যাকামি আর কিছু হইতে পারেনা। বাঙালি জীবনে রমণী ; নীরদচন্দ্র চৌধুরী) বাঙালি, কবিকে এক ঋষিকল্প মহামানব করে তুলল। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ ঋষি ছিলেন না, মহামানবও নন। তিনি চিন্তানায়ক, দার্শনিক, মনীষী এবং আরও অনেক কিছু। কিন্তু তাঁর প্রথম ও শেষ পরিচয়, তিনি কবি--মহাকবি। তাঁর অন্যান্য পরিচয় ওই একটি পরিচয়ের আড়ালে অন্তর্লীন হ'য়ে গেছে। বঙ্গভূমিকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলেন বটে, কিন্তু বাঙালি জাতিকে তার হাতঘষাঘষি, স্বভাব কুঁড়েমি ও গৃহরুগ্নতার জন্য পছন্দ করতেন না।

জমিদারনন্দন রবীন্দ্রনাথ যে 'রবীন্দ্রনাথ' হ'য়ে উঠেছিলেন এর পেছনে তাঁর অলোকসামান্য

(শেষ পাতায়)

চিঠিপত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

দাদাঠাকুরের মূর্তিতে ময়লা জমেছে

শতাব্দী প্রাচীন পত্রিকা 'জঙ্গিপুর সংবাদের' স্রষ্টা অসামান্য রসবোধ এবং অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষের মনের ময়লাকে মুছে দেওয়া এক নির্ভীক যোদ্ধা দাদাঠাকুরের হাসপাতালের মোড়ে অবস্থিত দণ্ডায়মান মূর্তিটি ময়লা জমে কাল হয়ে যাচ্ছে। মূর্তিটির ওপর যথোপযুক্ত আচ্ছাদন ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য পৌরসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শান্তনু রায়, রঘুনাথগঞ্জ

সেদিনের সেই ঐতিহাসিক চায়ের আড্ডা

দেবাশিস্ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিমান বসুর এখন অনেকটাই সময়। এখন কোনো পদও নেই ; তাই ব্যস্ততাও নেই। কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে আত্মজীরবনী লেখায় মন দিয়েছেন। ঠিক তাই। দীর্ঘ এতগুলি বছরে কতটা মার দিয়েছেন ; কতটা মার খেয়েছেন আর কতটা মার খেতে বাকি আছে--এই হিসাবটা করার এটাই উপযুক্ত সময়। এই গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়েই যে পার্টিটা বসে গেল ; বৃন্ত থেকে খ'সে গেল ; এর চুল চেড়া বিশ্লেষণ এখনও হয়নি। কিন্তু এখন করতে হবে।

গত পাঁচ বছর ধরে লক্ষ্য করছি যতই পার্টিটার অবস্থা দিন দিন খারাপ থেকে খারাপতর হচ্ছে, তখন বিমানবাবুকে বলতে শুনেছি আমাদের জনগণকে বোঝানোর অনেক কিছুই ছিল। কিন্তু আমাদের কমরেডরা জনগণের কাছে ঠিক মত পৌছতে পারেন নি বা পৌছলেও জনগণকে ঠিকমত বোঝাতে পারেননি। আমাদের আদর্শ ; আমাদের আত্মত্যাগ ; আমাদের প্রশ্নাতীত সততা; আমরা কিভাবে মধ্যবিত্ত নিম্ন-মধ্যবিত্ত থেকে ডি-ক্লাসড্ (শ্রেণীচ্যুত) হয়েছি ; এ সবই। আরো অনেক কিছুই আছে যা পার্টির একান্ত ভেতরের ব্যাপার। এটা বাইরে প্রকাশ করা যাবে না। আমরা দেশভাগ দেখেছি ; আমরা মন্বন্তর দেখেছি ; আমরা ষাটের দশকের ফুড মুভমেন্ট দেখেছি ; আমরা ইন্দিরা গান্ধীর ভয়ঙ্কর জরুরী অবস্থা দেখেছি। তারপর যুক্তফ্রন্ট দেখলাম ; দেখলাম বামফ্রন্ট ; দেখলাম উন্নততর বামফ্রন্ট ; দেখলাম গোটা পশ্চিমবঙ্গ লালে লাল। দেখলাম জ্যোতিবাবুর শাণিত নেতৃত্ব ; দেখেছি বিরোধীদের নজিরবিহীন কুৎসা। বেঙ্গলল্যাম্প কেলেঙ্কারি ; যতীনবাবুকে ঘাড়-ধাক্কা দিয়ে তারিয়ে দে[illegible] দেখেছি বাপের উপযুক্ত বেটা চন্দন ; [illegible] যুবরাজ বুদ্ধবাবুর সান্ধ্যকালীন চা-[illegible] খাওয়ার এবং বামপন্থী বন্ধু-বান্ধব নিয়ে [illegible] আড্ডা মারার জায়গা নন্দন। এ সবই বিরো[illegible] কুৎসা। কুৎসা আরো আছে--বানতলা ; উনি[illegible] আনন্দমার্গীকে পুড়িয়ে মারা ; চন্দনবাবুর রাতারাতি বড়লোক হয়ে যাওয়া ; এ সবই মিডিয়ার সাহায্য নিয়ে বিরোধীদের চক্রান্ত। জনগণ কোনোদিন এসব বিশ্বাস করেও নি আর কোনোদিন করবেও না।

অতীত থেকে এখন একটু বর্তমানে ফিরে আসি। দিদি রাজ্যপাট বেশ গুছিয়ে বসেছেন। চারিদিকে সন্ত্রাস ; বদলা নেওয়া শুরু হয়ে গেছে। বামপন্থীরা দিদির কাছে তাদের দুর্দশার কথা দুঃখের কথা বলতে চায়। তাই দিদির সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়। দিদি সময় দেননি ; বারবার ফিরিয়ে দিয়েছেন। এদিকে ভারতবর্ষ জুড়ে বি.জে.পি-র বাড়-বাড়ন্ত। পশ্চিমবঙ্গে তার প্রভাব পড়ছে। দিদি বিচলিত। ততধিক বিচলিত বাম নেতারা। বাম নেতারা জানেন এই শালারা যদি একবার পশ্চিমবঙ্গে ঝাণ্ডা গেড়ে দেয় ; সবার আগে বামেদের দফা রফা করে দেবে। দিদি একবার মঞ্চের ভাষণে বাম্বু দেওয়া দেখিয়েছিলেন। দিদি একবার তার হেড-কোয়াটার 'নব-অন্ন'তে বিমানদাদের আমন্ত্রণ করে বসলেন। পশ্চিমবঙ্গবাসী ভাবলেন এ যে দেখি জলে ভাসে শীলা ! জলে শীলা ভাসার থেকেও বেশি ব্যাপার

(৩ পাতায়)

২০১৫–জঙ্গীপুর পৌর নির্বাচন ও এর গতিপ্রকৃতি

–দেবাশিস্ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর).. শের আপনে মহল্লমে বিল্লি বন গয়া। এখন তো হাতে পুলিশ নেই সেই কারণে এরকমই হবে আবার হাতে পুলিশ এলেই জনপ্রিয়তার গ্রাফ লাফিয়ে বেড়ে যাবে। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান ট্রেণ্ডটাই এরকম।

এবাঁর বলি এবারের ভোটে সব চেয়ে বেশি ব্যবধানে জয়ী হলেন জঙ্গীপুর পারের ৫নং ওয়ার্ডে কংগ্রেসের কবিতা মণ্ডল। তিনি তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বি.জে.পি'র অঞ্জনা সাহাকে ৫৩৪ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছেন। আর সবচেয়ে কম ব্যবধানে জয়ী হলেন জঙ্গীপুর পারের ১০ নং ওয়ার্ডে আর.এস.পি'র মইদুল খাঁন। তিনি তার নিকতম প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসের শাহানাওয়াজ খাঁনকে মাত্র ৪৪ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছেন। মইদুল পেয়েছেন ৮৩৬টি ভোট আর শাহানাওয়াজ পেয়েছেন ৭৯২টি ভোট।

এবারে যে সংবাদটি দেবো তাতে বামপন্থীরা খুশিই হবেন। এবারের ভোটে জঙ্গীপুর পারের দুটি ওয়ার্ডে যথাক্রমে ২,৩,নং ওয়ার্ডে সকল বিরোধী ভোট একত্রিত করলে দেখা যাচ্ছে বামপন্থী জয়ী প্রার্থীরাই এগিয়ে আছেন। এই দুটি ওয়ার্ডের প্রার্থীরা হলেন ২নং ওয়ার্ডে সি.পি.এম এর মাসেদা বেগম। তার প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা ১০৯৮ এবং সকল বিরোধী ভোট যোগ করলে দাঁড়াচ্ছে ১০৪৪। ৩নং ওয়ার্ডে মোজাহারুল ইসলাম (পৌরপিতা) তার প্রাপ্ত ভোট ১২০২ এবং বিরোধী ভোট একত্রে যোগফল ১১৬৬। ৬নং ওয়ার্ডে সি.পি.এম এর মহঃ হাবিবুর রহমান আনসারি মাত্র ১ ভোটে পিছিয়ে থেকে এই সম্মানটি পাননি। এরাই হচ্ছে বাঘের বাচ্চা প্রকৃত চাম্পিয়ন। মৃগাঙ্কবাবুকে যদি ভোট যুদ্ধের সফল কাণ্ডারী ওস্তাদ বলা যাঁয় তাহলে এরা দুজন হলেন 'ওস্তাদো কি ওস্তাদ'। এদের দুজন কেই ধন্যবাদ। এই হচ্ছে বীরের জয়। একেই বলে তোরা সবাই আর আমি একাই একশো। এছাড়া বাকি ১৯টি ওয়ার্ডে যারা জয়ী হয়েছেন সেখানে বিরোধী ভোট যোগ করলে জয়ী প্রার্থীর ভোটকে অনেক পেছনে ফেলে দিয়েছে।

এবার একটি ওয়ার্ড নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ১৭ নং ওয়ার্ড। এখানে জয়ী হয়েছেন বি.জে.পি'র পুরুষোত্তম হালদার। তার প্রাত ভোট ৯৪৮ এবং তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী টি.এম.সি'র শ্যামা প্রসাদ দাস পেয়েছেন ৬৩৫টি ভোট। পুরুষোত্তম ৩১৩ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন। এই ওয়ার্ডে আর যারা ছিলেন তার মধ্যে ফরয়ার্ড ব্লকের বিনয় সরকার প্রাপ্ত ভোট মাত্র ১১৮, কংগ্রেসের অমিত সরকার প্রাপ্ত ভোট ২৪৪ আর নির্দল প্রার্থী বিকাশ হালদারের প্রাপ্ত ভোট ৫৯। এখন লক্ষ্য করার মত বিষয় হচ্ছে ২০১০ এর ভোটে এই ওয়ার্ড থেকে টি.এম.সি'র মনীষা রুদ্র (৮৬১ ভোট) তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ফঃব্লকের জুঁই সরকারকে (প্রাপ্ত ভোট ৫৭০) কে হারিয়ে ছিলেন ৯১টি ভোটে। তৃতীয় স্থানে ছিলেন কংগ্রেসের ইন্দ্রানী নাথ। প্রাপ্ত ভোট ৩৭৭। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার সেই ফঃব্লক থেকে দাঁড়ালেন বিনয় সরকার (আসলে উনি সি.পি.এম এর লোক) এবং সেখানে ১৭ নং ওয়ার্ডে প্রচুর বামপন্থী ভোট রয়েছে গত ২০১০ এর ভোটেও যার প্রতিফলন দেখা গেছে। সেই অত্যন্ত জনপ্রিয় খেলোয়ার ও সকল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত সদাহাস্যময় ব্যক্তি বিনয় সরকার একজন অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক যিনি সুনামের অধিকারী পেলেন মাত্র ১১৮টি ভোট ? এও বিশ্বাস করতে হবে ? ! আমার প্রশ্ন জুঁই সরকারের থেকে কি বিনয় সরকারের জনপ্রিয়তা বা গ্রহণযোগ্যতা কি কম ? না বামপন্থী ভোট রাতারাতি ১৭ নম্বর ওয়ার্ড থেকে উধাও হয়ে গেল ? এবার বিনয় সরকার মহাশয়কে আমার বিনীত ছোট্ট প্রশ্ন––বিনয়বাবু আপনি আপনার ঐ ওয়ার্ডের কমরেডদের একটি ছোট্ট প্রশ্ন করুন––'ভাই ; এই ওয়ার্ডের বামপন্থীদের ৫৫০/৬০০ ভোট কোথায় কোন্ পুরুষ শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের কাছে বিক্রি করলেন এবং আমাকে গাছে তুলে মই টেনে নিয়ে আমাকে লজ্জার অতল গহ্বরে ঠেলে দিলেন ? আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি বিনয়বাবু কোনো পার্টির সাহায্য ছাড়া যদি নির্দল হয়েও ভোটে দাঁড়াতেন এবং যদি তার বন্ধু বান্ধবের সাহায্যে ভোটে লড়তেন তাহলেও এর থেকে অনেক ভাল ফল করতেন। এই ওয়ার্ডের বামপন্থী ভোটগুলি সব কোথায় গেল ? এ.বি.টি.এ'র সদস্য বন্ধুরা সব কি করলেন ? কাকে কাঁদিয়ে কাকে খুশি করলেন ? ১৭নং ওয়ার্ডের ভোটের ফলাফল ঐ ওয়ার্ডের জনসাধারণকেই বেশ কিছুটা হলেও অবাক করেছে।

এখন যেটা প্রশ্ন এবার বামপন্থী পৌরবোর্ডে চেয়ারম্যান কে হবেন ? চেয়ারম্যানের দাবীদার দুজন। মোজাহারুল ইসলাম ও সুবীর রায়। মৃগাঙ্কবাবু কি এবার হিন্দু চেয়ারম্যান করার সাহস দেখাতে পারবেন ? তবে বামফ্রন্টের নিয়মনীতি মানলে ভাইস চেয়ারম্যানের পদ পাবার কথা আর.এস.পির মইদুল ইসলামের। ২০১৬-তে বিধানসভা ভোট তাই অনেক কিছুই মাথায় রাখতে হবে।

সেদিনের চায়ের আড্ডা

.....(২ পাতার পর)

যখন বামনেতারা দেখলেন দামী দার্জিলিং টি-এর সঙ্গে কিনা ফিস্-ফ্রাই ; মাটন চাপ্ ও চিকেন পকোড়া। পরে বিমানবাবু হাসিচ্ছলে তার ঘনিষ্ঠ মহলে বলেছিলেন––'বয়স হচ্ছে না ; অত খাওয়া যায়' ? আমি ভাই মাটন চাপ্টা খাইনি'। বামনেতারা দিদির আতিথিয়তায় হতচকিত ; অভিভূত ও বিস্মিত। বিমানবাবু বামপ্রতিনিধি দলে হয়তো বয়োজ্যেষ্ঠ। সবাই বিমানদার দিকেই তাকিয়ে। সবারই চোখে-মুখে অনুচ্চারিত একটাই প্রশ্ন শুধু চা-টুকুই খাবো না স্বাস্থ্যকর আকর্ষণীয় প্লেটটির দিকে হাত বাড়াবো। এদের মধ্যে অনেকেই নানান রোগে ভুগছে। কমিউনিষ্ট নেতাদের গিন্নিরা বলতে গেলে হাফ-ডাক্তার। বাড়িতে তো এসব কিছুই খেতে দেয় না। বাড়ির বাইরে এরকম একটা অফার কি ছেড়ে দেবো তাই সবাই বিমানদার দিকেই তাকিয়ে। সিনিয়র কি বলছেন দেখি। এদের হাব-ভাব দেখে দিদি কিন্তু বেশ মজা পাচ্ছেন। মনে মনে হাসছেন। মুখে তা ধরা পড়ছে না। বিমানদা পোড়-খাওয়া কমিউনিষ্ট নেতা হয়েও আবেগ ধ'রে রাখতে পারলেন না। মুখে প্রতিপদের চাঁদের মত এক চিলতে হাসি খেলে গেলও ফিল্মষ্টার জহর রায়ের মত চোখের অনিন্দসুন্দর ইশারায় অন্যান্য কমরেডের বোঝালেন––'নাও মুখে তোলো'। ঐ চা-টেবিলে উপস্থিত সকল বামপন্থী নেতাই কৃতজ্ঞ চিত্তে বিমানবাবুর এই সময়োপযোগী, বুদ্ধিদীপ্ত ও ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের ইশারাকে নতমস্তকে গ্রহণ করলেন––'সাধু' ; 'সাধু'। চা খাওয়া শেষ হলে দেখা গেল বিমানবাবুর প্লেটে মটন চাপটি পড়ে রয়েছে। দিদি মিষ্টি করে অনুযোগের সুরে বললেন––'বিমান দা ; আপনি কিন্তু কিছুই খেলেন না' ? একমাত্র বোনের কথার উত্তরে বিমানদা বললেন––'না বোন, অনেক খেয়েছি'। তোমাকে ঠিক দূর থেকে চেনা যায় না। কাছে আসলে বোঝা যায় ভেতরটা কতটা নরম'। 'বিমানদা কি যে বলেন'–আপনাদের ছত্রছায়ায় তো মানুষ হয়েছি। আপনাদের কাছ থেকে কিছুটা পেয়েছি। সবটা পাইনি। তাতেই কিনা আমি নরম হয়ে গেলাম ; ভাল হয়ে গেলাম ? এ আপনার উদারতা ; মহানুভবতা। সময়টা তো কম নয়–এতগুলি বছর ধরে আপনাদের কাছে রাজনীতির পাঠ নিয়েছি। আমার যা কিছু কতিত্ব তা আপনাদেরই দান। আর জ্যোতিবাবুর কথা বলতেই হবে। উনি তো মাষ্টার পিস। ওনার রাজনীতির পাঠদান খুবই প্রাঞ্জল। খেলাচ্ছলে সব কিছু শেখানো। আপনি তো জানেন বিমানদা ইন্দিরা আবাসনে গিয়ে আমি ওকে প্রণাম করে আশীর্বাদ নিয়ে এসেছিলাম। সেই আশীর্বাদই আজ আমার কাজে লেগে গেল। বিমানবাবুর জহর রায়ের ভঙ্গিতে একটি ছোট্ট হাসি দিলেন। 'ভালো কথা' ; বিমানদা কি জন্য এসেছিলেন তা তো বললেন না' ? 'দ্যাখো বোন ; আমার দলে যারা মারদাঙ্গা করতে পারতো বা এতদিন ক'রে এসেছে আমরা পাওয়ারে না থাকাতে তারা সব ভেগে পড়েছে। এখন যারা আছে তারা সব 'দুধের শিশু'। সেই কারণে তোমার ঠ্যাঙারে বাহিনীকে যদি একটু বলে দাও ওদের ওভাবে না মারতে'। 'বিমানদা আমার একটা সাজেশান আছে। আপনি আপনার ঐ দুধের শিশুদের জন্য 'দুধের শিশু' লেখা একটা আইডেনটিটি কার্ড করে গলায় ঝুলিয়ে দিলে আমার ছেলেরা আর মারবে না––এটুকু কথা আমি দিতেই পারি'। ' Thank you, Thank you বোন'। 'কিন্তু বিমান দা একটা কথা আপনার পার্টি ছেড়ে অনেকেই বি.জে.পিতে যোগ দিচ্ছে, এটা কেমন কথা' ? 'বলছো বোন, দুঃখের কথা আর কি বলব ! তখন আমাদের পার্টির রমরমা বাজার তাই যাকে তাকে ঢুকিয়ে নিয়েছে––এখন তো তারা তাদের রঙ দেখাবেই। তবে তুমি যখন অনুরোধ করেছ তখন আমি আলোচনা করব। ব্যাপারটা দেখবো'। 'আচ্ছা বিমানদা একটা প্রশ্ন অনেকদিন থেকেই করব করব ভাবছি কিন্তু দেখা হয়নি বলেই করা হয়নি। আপনি তো বিয়ে করেননি, অকৃতদার' ? 'আরে বিয়ে করার সময়টা কেথায় পেলাম ? সারা জীবনই তো দেশের কাজে পার্টির কাজে আন্দোলনে আন্দোলনে কেটে গেল'। 'একটা প্রাইভেট প্রশ্ন করি'? 'আরে ; অবশ্যই করবে' ? 'আপনার জীবনে প্রেম আসেনি ? মানে এই কারণে জিজ্ঞাসা যে আমার একটা কৌতুহল ছিল যে কমিউনিষ্ট নেতাদের জীবনে প্রেমের মত জিনিস আসে কিনা বা এলেও তারা দেশের কাজ ফেলে নারীসঙ্গ করেন কিনা––এই আর কি' ? 'বোন, তাহলে শোনো––'প্রেম এসেছিল নিঃশব্দ চরণে, 'তো আপনি কি করলেন' ? 'আমি সাউণ্ড দিইনি––প্রেম নিঃশব্দে ফিরে গেল'। 'Bimanda ; really you are great. How romantic you are' ! সকলের সমবেত হাসির ফোয়ারার মধ্যে দিয়ে সেদিনের ঐতিহাসিক চায়ের আড্ডা শেষ হল। 'বিমানদা যেতে যেতে একটা প্রশ্ন––আপনার ওপর যদি কলম ধরি তো তো অনুমতি দেবেন ?' 'কলম কেন ? যে কোনো জিনিসেই অনুমতি দেবো'। আবার সেই সমবেত হাসির ফোয়ারা। তবে এবার একটু উচ্চগ্রামে !

দিনের বেলায় শহরে চুরি

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ রামমোহনপল্লীর বাসিন্দা বীরেন্দ্রকুমার দাসের বাড়ীতে ১৪ মে ভরদুপুরে চুরি হয়। ঐ সময় বীরেন্দ্রবাবু বা তাঁর স্ত্রী বাড়ীতে ছিলেন না। দুষ্কৃতীরা পেছনের জানলার শিক বেঁকিয়ে ভিতরে ঢোকে। বাসনপত্র-কাপড়-নগদ কয়েক হাজার টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়। পুলিশ তদন্ত করে গেলেও কেউ ধরা পড়েনি। ম্যাকেঞ্জিপার্ক হঠাৎ কলোনীর কিছু নেশাগ্রস্ত যুবক এই চুরির সঙ্গে যুক্ত বলে এলাকাবাসীর ধারণা।

নামেই বামফ্রন্ট .....(১ পাতার পর)

১১৮ বাদ দিলে ৪৫২ ভোট সিপিএম সুকৌশলে বিজেপির বাক্সে দিয়েছে এবং বিনয় বাবুকে বলির পাঠা করে অন্য কোনো ওয়ার্ডে এর ফায়দা লুঠেছে। এটা যারা রাজনীতি নিয়ে একটু চোখ-কান খোলা রাখেন তারাই বুঝতে পারছেন। এরপর আসছে ১৬নম্বর। সেখানে দাদাগিরি করে সিপিআই এর দীর্ঘদিনের নির্দিষ্ট শীটটি সিপিএম দখল করেছে। ঐ ওয়ার্ডে হারজিৎ বিশ্লেষণ করলে সেই সাহা পরিবারই উঠে আসছে। এখন বামফ্রন্টের অসিত্ব বলতে আর.এস.পি। নয়া বোর্ডে ভাইস চেয়ারম্যানের পদটির দিকে তাকিয়ে দিন গোনা ছাড়া তাদের আর কি আছে ?

পত্রিকার ১০২ বর্ষ .....(১ পাতার পর)

অবশ্য তাঁহার ও তাঁহার মানস সন্তান এই পত্রিকার উপর বহু বিরোধিতা করা হইত। কিন্তু তাঁহার নির্লোভ, সৎ ও নির্ভয় পরিচালনায় সেই সব প্রতিকুলতাকে তিনি জয় করিতে পারিয়াছিলেন। 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকার প্রচারও এই কারণে অত্যল্প সময়ের মধ্যে বাড়িয়া গিয়াছিল। বাংলার সদর ও মফঃস্বলের প্রত্যন্ত প্রান্তের মানুষের কাছে এই সাপ্তাহিক নিরবচ্ছিন্নতার সহিত বিভিন্ন সংবাদ, সম্পাদকীয়, মন্তব্যাদি ও অন্যান্য তথ্য পৌছাইয়া দিয়াছিল এবং এখনও সেই কার্যে ব্রতী রহিয়াছে। কোন প্রকার প্রতিকুলতায় প্রত্রিকা তাহার নিজ আদর্শ হইতে বিচ্যুত হয় নাই। আমরা স্বর্গতঃ দাদাঠাকুরের আদর্শ অনুযায়ী তাঁহার আশীর্বাণী লাভে সচেষ্ট আছি।

জায়গা বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ বাগানবাড়ীতে রাস্তা সংলগ্ন ২.৮ শতক আয়তাকার জায়গা বিক্রয় আছে। যোগাযোগ :- 9475022604

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মোড়কে

হোটেল ইন্ডিগো

(রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে)

পোঃরঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

ফোন-০৩৪৮৩ / ২৬৬০২৩

সাধারণ ও এয়ার কন্ডিশন ব্যসস্থান, কনফারেন্স হল এবং যে কোন অনুষ্ঠানে সু-পরিষেবায় আমরাই এখানে শেষ কথা।

না রবীন্দ্রনাথ .....(২ পাতার পর)

প্রতিভা ছাড়াও বিশেষ সহায়ক হয়ে উঠেছিল অতুল পারিবারিক ঐশ্বর্য, অনুকূল পরিবেশ ও প্রপার চ্যানেল। প্রথম যৌবনে সেই কাদম্বরী দেবী থেকে শুরু ক'রে বহু সুন্দরী রমণীর (এমনকি বয়সের বহু তারতম্য সত্ত্বেও) সান্নিধ্যও ছিল তাঁর কবি-জীবনে এক বড় রকমের প্রেরণা। তাঁর রমণীমোহন চেহারাও এর জন্য অনেকটা দায়ী বৈকি।

অপর কথা, তাঁর মত বিরাট মাপের প্রতিভা সব চেয়ে বেশি ক্ষতি করে গেছে সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের। (এ বিষয় কবির সাক্ষ্য : "আমার সম্পর্কীয় একটা অপবাদ শুনেছি যে, আমার নিজের ছাঁচের কবিতা, ব্যূহ বেঁধে আছে বাংলা সাহিত্যকে ঘিরে। তারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহী অসহিষ্ণুতা প্রায়ই দেখা যায়। সেই বিদ্রোহী জয়ী হোক্ এ আমি অন্তরের সঙ্গে কামনা করি।") তাঁর জীবৎকালে, শরৎচন্দ্র, সত্যেন দত্ত ও নজরুল ইসলাম ছাড়া আর কেউ উল্লেখযোগ্য পাঠক সমাজ তৈরি করতে পারেননি। এঁদের মধ্যে আবার শরৎচন্দ্র সমগ্র বাঙালি জাতির কাছে যে উদ্দাহু সমাদর লাভ করেছিলেন, তা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। (দ্রষ্টব্য-কালের পুতুল : বুদ্ধদেব বসু)।

দ্বিতীয়ত, গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ কবিকে বিশ্বখ্যাতি এনে দিলেও তাতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ নিজেই। এই কাব্যের সুবাদে পাশ্চাত্য-জগত তাঁকে সুফি-সাধক ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারল না। কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথের এ একটা বড় রকমের ট্রাজেডি বৈকি ?

সারাজীবন কবি যে বিপুল পরিমাণ লিখে গেছেন, তা পড়ে-উঠতেও একটা জীবন যথেষ্ট নয় ? রচনার এই বিপুলত্ব কবির কাছে বিশেষ অস্বস্তির কারণ ছিল। কিন্তু খ্যাতির এমন উচ্চতায় পৌছেছিলেন তিনি, যে না লিখে উপায়ও ছিলনা। অতি কথনের জন্য তাঁর কবিতা অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই মার খেয়েছে। সাত লাইনের বক্তব্যকে ভাবের স্রোতে অযথা দেড়পাতায় ফেনিল ক'রে তুলেছেন (রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতায় অতি কথায় কাব্যের গাঁথুনি এলিয়ে পড়েছে, সন্দেহ নেই'--আধুনিক কবিতার দিগ্বলয় : অশ্রুকুমার সিকদার)।

বিশ্বভারতীর কথা মনে পড়লে দুঃখ হয়। কবির স্বপ্নের সেই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের দুরবস্থার ছবি অধ্যাপক নিমাই সাধন বসুর 'ভগ্ননীড় বিশ্বভারতী' গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে ধরা আছে।

সর্বোপরি তাঁর জীবৎকালে ঘটে-যাওয়া দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধের ফলে, বিশ্বমানবতার মর্মান্তিক আর্তনাদ ও অবক্ষয়, বিশ্বাস ও আস্তিক্যহীনতার যে বিবর্ণ ছবি, পশ্চিমী কবিদের কলমে অনিবার্য ভাবে উঠে এল (যথা ওয়েস্ট ল্যাণ্ড-টি এস এলিঅট) , সে রাস্তায় এক পা-ও না হেঁটে, কবি সেই উপনিষদকেই সার ক'রে কল্যাণ ও মঙ্গল বোধের গান গাইলেন ! বিমূঢ় প্রতীচ্য-কবির দল সেদিন ব্যর্থ নমস্কারে যে বিশ্বকবিকে বিদায় জানিয়েছিল, সেই রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে (নোবেল প্রাপ্তির কারণে ?) আমাদের মাতামাতির শেষ নাই। ভাবলে দুঃখ হয়, এই পুজো পুজো গন্ধে নিবিড় রবি-পার্বণ থেকে বেরিয়ে, আমরা আজও ঠিক ঠিক তাঁর কাছে পৌছতে পারিনি, তাঁকে অনুধাবন করার চেষ্টা করিনি। ক্ষিন্ন-প্রাণ বাঙালি-জীবনে এটাই বোধ হয় অনিবার্য ছিল ! তাঁকে দেবতা বানিয়ে যেমন তাঁর প্রতি সুবিচার করিনি ; তেমনি, প্রকারান্তরে, নিজেদের ক্ষুদ্রতাকেই প্রকট করেছি মাত্র !

তৃণভূমির সঙ্গে এই শাল প্রাংশু মহাবৃক্ষের এতটাই দুস্তর ব্যবধান! আমরা যখন ফুলে-মালায় তাঁকে অভিষিক্ত করি, তখন তিনি রয়ে যান হিমশীতল নির্জনতার গভীরে অবিরলভাবে--একা।।

জঙ্গিপুরের গর্ব

আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম

আমরা ক্রয়ের উপর ক্রেডিট কার্ড ও ডেবিট কার্ড গ্রহণ করি

গহনা ক্রয়ের উপর ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যায়।

আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।